গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৩ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক স্বদেশ সংবাদ
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১৮.০৬.২০২৫

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

ময়মনসিংহ অঞ্চলের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ-সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

গতকাল শনিবার সকালে তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে বিভাগীয় সাহিত্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি।

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায়, বাংলা একাডেমির সমন্বয়ে এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ২ দিনব্যাপী বিভাগীয় সাহিত্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার (১৭ জুন) সকালে নগরীর এডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে এ সাহিত্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

সাহিত্য মেলা বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন এবং আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। তিনি বলেন, সাংস্কৃতির জনপদ ময়মনসিংহ। অত্র অঞ্চলের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ময়মনসিংহ, শেরপুর এবং কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতিতে দাপট ছিল সবচেয়ে বেশী। ময়মনসিংহের সংস্কৃতিতে রয়েছে সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস। এছাড়া ৮০ এবং ৯০ এর দশকে লেখালেখিতে যে সমৃদ্ধ ছিল এখন তা আর নাই। এখন লেখালেখি ছেড়ে সবাই ফেইসবুক নিয়ে ব্যস্ত। সারাদিন শুধু ফেইসবুক আর ফেইসবুক। বাংলা সাহিতে, একজন সনামধন্য ছড়ার যাদুকর ছিলেন তিনিও কিন্তু ময়মনসিংহের কৃতি সন্তান। তিনি হচ্ছেন সুকুমার রায়। আরেক যাদুকর পিসি সরকার তিনিও ময়মনসিংহের সন্তান। তাই কর্মের মাধ্যমে লেখার মাধ্যমে ময়মনসিংহের সাহিত্যকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সচিব লেখক ও গবেষক কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, জেলা আওয়ামিলীগ সভাপতি এহতেশামুল আলম প্রমুখ। প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোঃ আনোয়ার হোসেন ।(২য় পাতায়)

ময়মনসিংহ অঞ্চলের সংস্কৃতি

(১ম পাতার পর) সাবেক সচিব লেখক ও গবেষক কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বলেন, চন্দ্র কুমার দে এর সহযোগিতায় ময়মনসিংহ গিতীকা সংরক্ষিত হয় ১৯২৩ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ময়মনসিংহ গিতীকা প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী বছরে এর ইংরেজী ভার্সন প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বের সুধিমন্ডলী, সুধিজন এই ময়মনসিংহ গিতীকা নিয়ে তুলপার শুরু হয়ে যায়। আজ থেকে ৬০ বছর আগে কিশোরগঞ্জে এক সাহিত্য সম্মেলনে ড. মোঃ শহিদুল্লাহ বলেছিলেন ময়মনসিংহ সাহিত্যের রত্ন ভান্ডার এবং বাংলা সাহিত্যের শুভ সূচনা হয়েছে ময়মনসিংহের গিতীকার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ময়মনসিংহ গিতীকায় যে সুর বেজে উঠেছে সেটা বিশ্ব সাহিত্বের সুর এবং আমাদের ময়মনসিংহ গিতীকার যে কবিরা এমন একটি আনন্দের কবিতার অমরাবতী নির্মাণ করেছেন যেটা বিশ্বের বোধমন্ডলীকে আনন্দে উদ্বেলিত করেছে। তিনি আরো বলেন, হিন্দু মুসলমান মিলিত নিশ্বাসে পুষ্ট হয়েছে এই গিতীকা। আমরা যে আজকে নারীবাদি আন্দোলনের কথা বলি, নারীদের শক্তির কথা বলি, তাদের প্রতিবাদের কথা বলি ময়মনসিংহ গিতীকার নারীরা অনেক আগে থেকেই কিন্তু এই ধরণের শক্তি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যের আরেকটা দিক হচ্ছে উচ্চাংগ সংগীত। এই ময়মনসিংহ শহরে উচ্চাংগ সংগীতের যে সাধনা হয়েছে তা জমিদাররা শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং সংগীতের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহে যে অবদান রেখে ছিলেন তা অভুতপূর্ব। ময়মনসিংহে লোক সংগীতের যে সমৃদ্ধ ভান্ডার তা বাংলাদেশের কোথাও নেই। চেকোস্লাভাকিয়ার পন্ডিত ভারত বিষারদ জেমিকা এই ময়মনসিংহে এসেছিলেন এবং নেত্রকোণায় গিয়েছিলেন কবি জসিম উদ্দিনকে সংগে নিয়ে এবং তিনি ফিরে এসে লিখেছিলেন ফোক কালচারের আত্মা হচ্ছে ময়মনসিংহ। বাংলা সাহিত্যে ময়মনসিংহ এর তুলনা নাই এবং আমরা অত্যন্ত গৌরবান্বিত।

বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস বলেন, ময়মনসিংহ সংস্কৃতির চারণক্ষেত্র। যারা বই লিখেন তারা অত্যন্ত পরিশোধিত মানুষ। তারা কখনও অন্যের ক্ষতি করে না। লেখনি সর্বক্ষেত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। তাই বর্তমানে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বেশী বেশী সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ বিভাগের ৪ জেলার কবি, সাহিত্যিক, গবেষক ও লেখক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে দুপুর ০২.৩০ মিনিটে 'প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা', বিকাল ৫.০০ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, তৃণমূল পর্যায়ে যারা সাহিত্যচর্চা করেন তারা যাতে মূল ধারায় আসতে পারে সেই লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সাহিত্যমেলা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত নির্দেশনার আলোকে মূল পর্যায়ের কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম জাতীয় পর্যায়ে জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলা একাডেমি, জেলা প্রশাসন এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগে সারা দেশের ন্যায় ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় সাহিত্যমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক স্বজন
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১৮.০৬.২০২৩

✓সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

বিভাগীয় সাহিত্য মেলায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

বৃহত্তর ময়মনসিংহ প্রাচীনযুগ থেকেই সংস্কৃতির জনপদ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি বলেছেন, বৃহত্তর ময়মনসিংহে কাব্যচর্চার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মহাকাব্যের কবি থেকে শুরু করে ছড়ার জাদুকর এ বৃহত্তর ময়মনসিংহে খুঁজে পাওয়া যায়। সুকুমার রায়ের জাদুকর পিসি সরকার তিনিও বৃহত্তর ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ বাংলার প্রথম নারী কবি এখানকার সন্তান। রামায়ণ, মলুয়া সুন্দরী, দস্যুকেনারামসহ উল্লেখযোগ্য রচনা এ অঞ্চল থেকে উৎপত্তি। মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু এখান থেকে ছাপা হয়েছে। শেরপুর জেলা থেকে পূর্ববঙ্গের প্রথম প্রেস প্রকাশিত হয়েছিল। আবুল কালাম, আবুল মনসুর, সত্যজিৎ রায়সহ বহু সাহিত্যিক দাপটের সঙ্গে বিচরণ করেছেন এ অঞ্চলে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, কবি নজরুল, ছকিনা বিবি সাহিত্যকর্মকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, কাব্য রচনায় ধন্য করেছেন। নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের জারি, সারি, বাউল গান প্রাচীনযুগের সংস্কৃতির এ জনপদ সকলের নজর কেড়েছে। প্রতিমন্ত্রী শনিবার (১৭ জুন) ময়মনসিংহ নগরীর টাউন হল প্রাঙ্গণে এডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বিভাগীয় সাহিত্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায়, বাংলা একাডেমির সমন্বয়ে ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিভাগীয় মেলার আয়োজন করা হয়।

[illegible] [illegible]য়ের সাহিত্যিকদের সৃষ্টকর্ম জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন। সাহিত্য একটি দেশের অলংকার। সাহিত্য মানুষের মনের খোরাক যোগায়। সমাজ তথা রাষ্ট্রকে বিকশিত করতে একটি দেশের সাহিত্যকর্ম অতুলনীয় ভূমিকা রাখে। দেশকে বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছে দিতে লেখার কোনো

(২য় পাতায় ৭ম কলাম দেখুন)

বৃহত্তর ময়মনসিংহ প্রাচীনযুগ

(১ম পাতার পর) বিকল্প নেই। সাহিত্য দেশের শক্তি যোগায়, [illegible] দেয় গতি। এটি সমাজের দর্পণ, এর মাঝে সমাজের কর্মকে দেখা যায়। ময়মনসিংহ বিভাগের ৪টি জেলা ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শের[illegible] জামালপুর থেকে আগত লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক সম্প্র[illegible] দুইদিনব্যাপী এ সাহিত্য মেলায় অংশ নেন। তারা তাদের সাহিত্যকর্ম [illegible] বিশ্বের দুয়ারে তুলে ধরতে অঞ্চলভিত্তিক স্টল আকারে এখানে উপ[illegible] হন।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বা[illegible] সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলা একাডে[illegible] মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। প্রধান বক্তা [illegible] বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র আমরা পেয়েছি। আ[illegible] জানি, জাতিগত বিবর্তনের শুরুতেই আমাদের ভাষা একটি প্রধান ভূ[illegible] পালন করেছে। আমি যে কথা বলছি এটাও সাহিত্য। আমি [illegible] আপনার শুনছেন। আপনাদের সহিত আমার অর্থাৎ অন্যের স[illegible] আমার। নিজের সহিত নিজের। এটাও সাহিত্যের অংশ। সাহিত্য [illegible] একের সঙ্গে অন্যের যুক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক, আদান-প্র[illegible] যোগাযোগ সৃষ্টি করা। সারা বিশ্বে সাহিত্যের উদ্ভব এভাবেই। [illegible] আরো বলেন, দীনেশচন্দ্র সেনের ময়মনসিংহ গীতিকা বিখ্যাত। ব[illegible] ভাষার যে বয়ান তা দীনেশ চন্দ্র সেন এ গীতিকায় উপস্থাপন করেছে[illegible] বৃহত্তর ময়মনসিংহের সাহিত্যকর্ম শুধু দেশেই নয় এটি বিশ্বেও স[illegible] এ মেলার মাধ্যমে সাহিত্য প্রেমীদের সাহিত্যকর্মে আরো উদ্বুদ্ধ করবে[illegible] প্রত্যাশা রাখি। সভায় লেখক ও গবেষক (সাবেক সচিব) কে. এ[illegible] মাসুদ সিদ্দিকী, যুগ্মসচিব মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক [illegible] মোস্তাফিজার রহমান, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ এহতেশা[illegible] আলম বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিভাগের উধ্ব[illegible] কর্মকর্তাগণসহ ময়মনসিংহ বিভাগীয় ও জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সর[illegible] কর্মকর্তাবৃন্দ, ময়মনসিংহ বিভাগের চারটি জেলার কবি, লেখক সম্প্র[illegible] গবেষক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী, প্রিন[illegible] ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১৮.০৬.২০২৩

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

বৃহত্তর ময়মনসিংহ প্রাচীন যুগ থেকেই সংস্কৃতির জনপদ -সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

পিআইডি, ময়মনসিংহ:
সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি বলেছেন, বৃহত্তর ময়মনসিংহে কাব্যচর্চার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মহাকাব্যের কবি থেকে শুরু করে ছড়ার জাদুকর এ বৃহত্তর ময়মনসিংহে খুঁজে পাওয়া যায়। সুকুমার রায়ের জাদুকর পিসি সরকার তিনিও বৃহত্তর ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ বাংলার প্রথম নারী কবি এখানকার সন্তান। রামায়ণ, মলুয়া সুন্দরী, দস্যুকেনারামসহ উল্লেখযোগ্য রচনা এ অঞ্চল থেকে উৎপত্তি। মীর মশাররফ হোসেনের রিষাদ সিন্ধু এখান থেকে ছাপা হয়েছে। শেরপুর জেলা থেকে পূর্ববঙ্গের প্রথম প্রেস প্রকাশিত হয়েছিল। আবুল কালাম, আবুল মনসুর, সত্যজিৎ রায়সহ বহু সাহিত্যিক দাপটের (৩য় পাতায়)

বৃহত্তর ময়মনসিংহ প্রাচীন

(১ম পাতার পর) সঙ্গে বিচরণ করেছেন এ অঞ্চলে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, কবি নজরুল, ছকিনা বিবি সাহিত্যকর্মকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, কাব্য রচনায় ধন্য করেছেন। নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের জারি, সারি, বাউল গান প্রাচীনযুগের সংস্কৃতির এ জনপদ সকলের নজর কেড়েছে। প্রতিমন্ত্রী শনিবার (১৭ জুন) ময়মনসিংহ নগরীর টাউন হল প্রাঙ্গণে অ্যাড. তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বিভাগীয় সাহিত্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রশাসন এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায়, বাংলা একাডেমির সমন্বয়ে ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এ বিভাগীয় মেলার আয়োজন করা হয়। তৃণমূল পর্যায়ের সাহিত্যিকদের সৃষ্টকর্ম জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন। সাহিত্য একটি দেশের অলংকার। সাহিত্য মানুষের মনের খোরাক যোগায়। সমাজ তথা রাষ্ট্রকে বিকশিত করতে একটি দেশের সাহিত্যকর্ম অতুলনীয় ভূমিকা রাখে। দেশকে বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছে দিতে লেখার কোনো বিকল্প নেই। সাহিত্য দেশের শক্তি যোগায়, এনে দেয় গতি। এটি সমাজের দর্পণ, এর মাঝে সমাজের কর্মকে দেখা যায়। ময়মনসিংহ বিভাগের ৪টি জেলা ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুর হতে আগত লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক সম্প্রদায় দুইদিনব্যাপী এ সাহিত্য মেলায় অংশ নেন। তারা তাদের সাহিত্যকর্মকে বিশ্বের দুয়ারে তুলে ধরতে অঞ্চলভিত্তিক স্টল আকারে এখানে উপস্থিত হন। ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী আলোচনা সভায় প্রধান বক্তার বক্তৃতা করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। প্রধান বক্তা বলেন, জাতিগত বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র আমরা পেয়েছি। আমরা জানি, জাতিগত বিবর্তনের শুরুতেই আমাদের ভাষা একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। আমি যে কথা বলছি এটাও সাহিত্য। আমি বলছি আপনার শুনছেন। আপনাদের সহিত আমার অর্থাৎ অন্যের সহিত আমার। নিজের সহিত নিজের। এটাও সাহিত্যের অংশ। সাহিত্য হচ্ছে একের সঙ্গে অন্যের যুক্ত করা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক, আদান-প্রদান, যোগাযোগ সৃষ্টি করা। সারা বিশ্বে সাহিত্যের উদ্ভব এভাবেই। তিনি আরো বলেন, দীনেশচন্দ্র সেনের ময়মনসিংহ গীতিকা বিখ্যাত। বাংলা ভাষার যে বয়ান তা দীনেশ চন্দ্র সেন এ গীতিকায় উপস্থাপন করেছেন। বৃহত্তর ময়মনসিংহের সাহিত্যকর্ম শুধু দেশেই নয় এটি বিশ্বেও সমাদৃত। এ মেলার মাধ্যমে সাহিত্যপ্রেমীদের সাহিত্যকর্মে আরো উদ্বুদ্ধ করবে, এ প্রত্যাশা রাখি। উদ্বোধনী আলোচনা সভায় লেখক ও গবেষক (সাবেক সচিব) কে. এইচ. মাসুদ সিদ্দিকী, যুগ্মসচিব মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক মো. মোস্তাফিজার রহমান, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ এহতেশামুল আলম বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণসহ ময়মনসিংহ বিভাগীয় ও জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, ময়মনসিংহ বিভাগের চারটি জেলার কবি, লেখক সম্প্রদায়, গবেষক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ : ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক ময়মনসিংহ প্রতিদন
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১৮.০৬.২০২৬

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

ময়মনসিংহে দুইদিনব্যাপী বিভাগীয় সাহিত্য মেলার উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি

নিজস্ব প্রতিবেদক: ময়মনসিংহে দুইদিনব্যাপী বিভাগীয় সাহিত্য মেলা -২০২৩ এর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় নগরীর টাউন হল মোড়ে তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আনোয়ার হোসেন এর সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান বক্তা হিসেবে বাংলা ● ৩-এর পাতায় দেখুন

ময়মনসিংহে দুইদিনব্যাপী বিভাগীয়

(১ম পাতার পর) একাডেমি মহাপরিচালক মুহম্মদ নুরুল হুদা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মো: মিজানুর রহমান, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব এহতেশামুল আলম। জানা যায়, তৃণমূল পর্যায়ে যারা সাহিত্যচর্চা করেন তারা যাতে মূল ধারায় আনতে পারে সেই লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সাহিত্যমেলা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত নির্দেশনার আলোকে মূল পর্যায়ের কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম জাতীয় পর্যায়ে জনসম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলা একাডেমি, জেলা প্রশাসন এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগে সারা দেশের ন্যায় ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় সাহিত্যমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ময়মনসিংহ -এর ব্যবস্থাপনায়, বাংলা একাডেমির সমন্বয়ে ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাহিত্য মেলা' ১৭-১৮ জুন ২০২৩ তারিখ, শনিবার রবিবার দুই দিনব্যাপী ময়মনসিংহ নগরীর টাউন হল মোড়ে তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়েছে। মেলার ১ম দিন সকাল ১০.৩০ মিনিটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন শুরু হয়েছে। পরে দুপুর ০২.৩০ মিনিটে 'প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা', বিকাল ৫.০০ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাহিত্যমেলার ২য় দিন সকাল ১০.৩০ মিনিটে স্থানীয় লেখকদের স্বরচিত সাহিত্য পাঠ (কবি কণ্ঠে কবিতা/ছড়া পাঠ/ কথাসাহিত্যিকদের ছোট গল্প উপন্যাস থেকে পাঠ/নাট্যকারদের নাটক থেকে পাঠ) অনুষ্ঠান এবং বিকেল ০৫.০০ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

সংবাদপত্রের নাম: : সাপ্তাহিক পারাপার
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ১৮.০৮.২০২৫

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাহিত্য মেলার উদ্বোধন

সৈয়দ মুনিরুল হক নোবেল ঃ

জেলা শিল্পকলা একাডেমি ময়মনসিংহের আয়োজনে ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায়, বাংলা একাডেমির সমন্বয়ে এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়মনসিংহ টাউন হলে শনিবার সকালে দুইদিনব্যাপী ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাহিত্য মেলা উদ্বোধন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সচিব, লেখক ও গবেষক কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ মিজানুর রহমান, ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি মোঃ এহতেশামুল আলম। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদা। সভাপতিত্ব করেন, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস। সঞ্চালনা করেন, ময়মনসিংহ বিভাগীয় অতিরিক্ত ● ২-এর পাতায় দেখুন

ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাহিত্য

কমিশনার মোঃ আনোয়ার হোসেন। এই সাহিত্য মেলায় জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার সাহিত্যানুরাগী কবি সাহিত্যিকগণ অংশগ্রহণ করেন।